কোরআনে হযরত নূহ(আঃ)- ১০

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে,"**কোরআনে হযরত নূহ (আঃ)-১০"**

হযরত নূহ(আঃ) এঁর ঘটনা কম বেশী আমরা জানি। নূহের প্লাবন ও নৌকা সম্পর্কেও আমাদের ধারণা রয়েছে। নূহ ও তাঁর ঈমানদার সাথি ছাড়া সকলকেই আল্লাহ তায়ালা পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। হযরত আদম(আঃ) একটি ইসলামী সমাজ সুস্থ, শান্তিপূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। আদম(আঃ) এর নির্মিত সমাজ ছিল তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের উপর পূর্ণ বিশ্বাসের সমাজ। সে বিশ্বাসের বিকৃতি ঘটে নূহ(আঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বে। এ বিকৃত সমাজকে সতর্ক করার জন্য হযরত নূহ(আঃ) কে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন। তার কওম যেন ফিরে আসে সঠিক পথে। নূহ (আঃ) ৯৫০ বছর তার জাতির কাছে ছিলেন এবং তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন আল্লাহর সাথে শিরক না করার জন্য।

অধিকাংশ তফসীরকারকগণ একমত যে তিনি বর্তমানের ইরাক অঞ্চলে আবর্ভূত হয়েছিলেন এবং তার নৌযানটি জুদি পাহাড়ের এলাকায় এসে থেমেছিল। এবং আল্লাহর ইচ্ছায় প্লাবনের পানি নেমে গিয়েছিল। ধ্বংস করে দিয়েছিলেন আল্লাহ তা'য়ালা পুরো জাতিকে এবং বাঁচিয়ে রেখেছিলেন মুষ্টিমেয় ঈমানদার লোকদেরকে। এই প্লাবনে মৃত্যুর হাত থেকে নূহের ছেলেকেও

আল্লাহ রক্ষা করেননি, কারণ সে ছিল মুষরিকদের অন্তর্ভূক্ত।

১৩টি সুরায় ১১৪টি আয়াতে পবিত্র কোরআনে নূহের কওমের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কয়েকটি খন্ডে এগুলো পেশ করা হবে ইনশাল্লাহ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা নূহ

২৫)তাদের অপরাধের জন্যে তাদের ডুবিয়ে দেয়া হলো পানিতে, অতঃপর তাদের দাখিল করা হবে জাহান্নামে।তারা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সাহায্যকারী পাবে না।

সুরা নূহ ৭১, আয়াতঃ২৫

مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا

তাদের অপরাধের জন্যে তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে তাদেরকে প্রবেশ করানো হয়েছিল জাহান্নামে, অতঃপর তারা কাউকেও আল্লাহর মুকাবিলায় সাহায্যকারী পায়নি।

২৬)নূহ বলেছিল, আমার প্রভু এদেশে কাফিরদের কোনো ঘরবাসীকে তুমি ছেড়ে দিও না।

সুরা নূহ ৭১, আয়াতঃ২৬

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا

নূহ(আঃ) আরোও বলেছিলেনঃ হে আমার প্রতিপালক!পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে ছেড়ে দিবেন না।

২৭) তুমি যদি তাদের রক্ষা করো, তারা তোমার বান্দাদের গোমরাহ করতে থাকবে এবং দুষ্কৃতিকারী কাফিরই জন্ম দিতে থাকবে।

সুরা নূহ ৭১, আয়াতঃ২৭

إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

আপনি যদি তাদেরকে ছেড়ে দেন তারা আপনার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং যারা জন্ম লাভ করবে তারা হবে দুস্কৃতিকারী ও কাফির।

২৮) আমার প্রভু তুমি ক্ষমা করে দাও আমাকে, আমার বাবা-মাকে আর মু'মিন হয়ে যারা আমার ঘরে প্রবেশ করবে তাদেরকে এবং সব মু'মিন পুরুষ ও নারীকে। যালিমদের তুমি ধ্বংস ছাড়া আর কিছু বাড়িয়ে দিয়ো না।

সুরা নূহ ৭১, আয়াতঃ২৮

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

হে আমার প্রতিপালক ! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং যারা মু'মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে জমা করুন, আর যালিমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি করবেন না।

১০টি ছোট ছোট খন্ডে পবিত্র কোরআনে হযরত নূহ(আঃ) সংক্রান্ত ১১৪টি আয়াত(১৩টি) সুরা উল্লেখ পূর্বক আলোচনা করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। কোরআন শব্দের অর্থই হোল বার বার পড়া, বুঝে বুঝে পড়া। যারা আরবী ভাষা বুঝেন তারা পুরো ভাব হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম। যারা আরবী ভাষা বুঝেন। যারা আরবী ভাষা বুঝেন না কিন্তু শুধু শুদ্ধ তেলাওয়াত করতে পারেন, তাদের উচিত বার বার তেলাওয়াত করা এবং বাংলা অর্থ মনোযোগ দিয়ে পড়া। যারা কোরআন শুদ্ধ করে তেলাওয়াত করতে পারেন না তাদের উচিত শুদ্ধ তেলাওয়াত শিখা। শুদ্ধ তেলাওয়াত শিখা , কোরআনী ভাষা শিখা অত্যন্ত জরুরী। একটু পরিশ্রম করলেই শিখা সম্ভব। শুধু প্রয়োজন ঐকান্তিক ইচ্ছা ও চেষ্টা করা ।

সর্বোপরি আল্লাহর সাহায্য চাওয়া। আল্লাহ আমাদেরকে কোরআন বুঝার জন্য বক্ষ উন্মুক্ত করে দিন। আমাদের দ্বীনি জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। সে মোতাবেক আ'মল করার তৌফিক দান করুন। আমীন। আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....।